IBO IB DIPLOMA PROGRAMME
PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI
PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI

M06/2/ABBEN/HP1/BEN/TZ0/XX/T

22062214

BENGALI B – HIGHER LEVEL – PAPER 1
BENGALI B – NIVEAU SUPÉRIEUR – ÉPREUVE 1
BENGALÍ B – NIVEL SUPERIOR – PRUEBA 1

Monday 15 May 2006 (morning)
Lundi 15 mai 2006 (matin)
Lunes 15 de mayo de 2006 (mañana)

1 h 30 m

TEXT BOOKLET – INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this booklet until instructed to do so.
- This booklet contains all of the texts required for Paper 1.
- Answer the questions in the Question and Answer Booklet provided.

LIVRET DE TEXTES – INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
- Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.
- Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

CUADERNO DE TEXTOS – INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
- Este cuaderno contiene todos los textos para la Prueba 1.
- Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.

উদ্ধৃতি ক :

পাঠকের পাতা ঃ

ছোটদের জন্য বাংলা চ্যানেল চালু করা হোক

প্রিয় সম্পাদক,

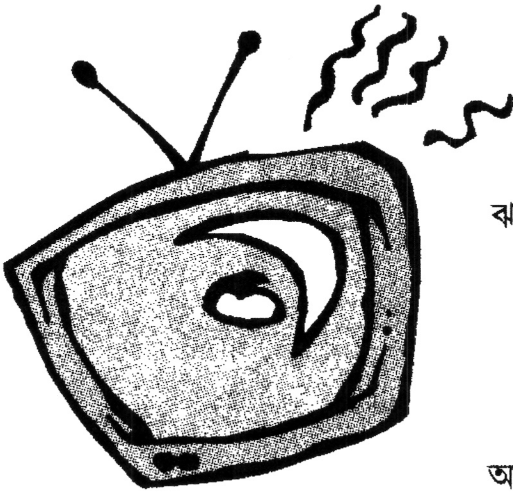

বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্য পুরোপুরি একটা টিভি চ্যানেল প্রচলন এক অনবদ্য ও *[--X--]* আকর্ষক ব্যাপার হবে বলে মনে করি। যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ওই চ্যানেলের [--৩--] দেখানো হয়, তবে ছোটরা যেমন নির্মল [--৪--] পাবে, তেমনই তাদের মনের সার্বিক [--৫--] সাধিত হবে। নাটক, হাস্যকৌতুক, মুকাভিনয় ইত্যাদি ছোটদের দিয়ে অভিনয় করাতে হবে। ছোটদের জন্য কুইজ, চিত্রাঙ্কন, গল্পকথন, নাচ-গান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার [--৬--] করতে হবে। বিভিন্ন পশুপাখির জীবনযাত্রা প্রণালী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী প্রমুখ ব্যক্তিদের জীবনালেখ্য, বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলো, ঝরনা, নদী, পর্বত, তুষার ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি দেখানো দরকার। পৌরাণিক কাহিনি ও নীতিমূলক গল্প পুতুল নাচের মাধ্যমে দেখালে আমাদের অতীতকে জানতে পারব এবং নীতিজ্ঞান বাড়বে। বড়দের তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখানো যেতে পারে। রোগের কারণ ও নিরাময়ের পদ্ধতি জানার জন্য অভিনেতাদের দিয়ে ছোটদের আলোচনার অনুষ্ঠান দেখাতে হবে। ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও গ্রামের ছোটদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

ইন্দ্রনীল দাস
চতুর্থ শ্রেণি
হিরণ্ময়ী নার্সারি স্কুল, বিভীষণপুর

উদ্ধৃতি খ:

শান দাও ব্যক্তিত্বে

পরমা সেন

১ ব্য–ক্তি–ত্ব! আচ্ছা, কেউ বেশ ব্যক্তিত্ববান, এটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে কীরকম চেহারা ভেসে ওঠে? চোখে চশমা আঁটা, গম্ভীরমুখো কারও ছবি, যাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই পেটের ভেতর প্রজাপতি উড়তে থাকে। কিন্তু কখনও কি মনে হয়েছে যে, তোমার বন্ধু ভোম্বল বা পাশের বাড়ির মিনিও বেশ ব্যক্তিত্ববান? নিশ্চয়ই না। আসলে আমরা কেউই ব্যক্তিত্ব কথাটার আসল মানে জানি না। তাই চশমা বা গুরুগম্ভীর কন্ঠস্বর সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক ভুলভাল ধারণা আছে। ব্যক্তিত্ববান হওয়া মোটেই সাঙ্ঘাতিক কোনও কঠিন কাণ্ড নয়। একটু চেষ্টা করলেই আমি–তুমিও এটা করে ফেলতে পারি।

২ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে গেলে শারীরিক দিক ছাড়াও নজর রাখতে হবে মানসিক দিকেও। মোটমাট তোমাকে দেখে এবং তোমার সঙ্গে কথা বলে যেন অন্য সকলের মনে হয়, 'নাঃ, বেশ সুন্দর ব্যক্তিত্ব তো!' এই প্রতিযোগিতার যুগে নিজেকে 'প্রয়োজনীয়' (ইউজফুল প্যাকেজ) হিসেবে তুলে ধরতে নিজের ব্যক্তিত্বে শান দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। এই শান দেওয়ার অনেক পর্যায় আছে।

৩ নিজেকে বদলে ফেলার এই পুরো প্রক্রিয়ায় যেমন আছে পোশাকআশাকে কেতাদুরস্ত হওয়া, তেমনই আছে কথাবার্তায় লা–জবাব হয়ে ওঠাও। সোজা কথায়, ভিতরে–ভিতরে গুটিয়ে না থেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করতে পারাই হল ব্যক্তিত্ব। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে পিটে নিতে হবে নিজেকে। কী ভাবে সম্ভব হবে এই ভোলবদলের পালা–তার মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল এখানে:

৪ ক) যেমনই দেখতে হও, নিজের চেহারার যত্ন নাও। চেহারার সঙ্গে মানানসই পোশাক পর। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দাও।

৫ খ) লোকে কি বলবে তা ভেবে মুখচোরা হয়ে না থেকে নিজের মতামত প্রকাশ কর। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের কথা গুছিয়ে বলতে শেখ। কিছু ক্ষেত্রে গলাবাজি করতেও জানতে হবে। কিন্তু গলাবাজি মানে শুধু চেঁচানো নয়।আস্তে আস্তে কেটে কেটে কথা বলে তোমার যুক্তির জোর বোঝাও।

৬ গ) অন্যের কথা শুনতে শেখো। ভাল শ্রোতা হলে তোমার কথাও লোকে মন দিয়ে শুনবে। এছাড়া অন্যের কথা শুনলে নিজের মতামত যেমন যাচাই করে নিতে পারবে তেমনই নতুন অনেক বিষয় জানতে পারবে।

৭ ঘ) হীনম্মন্যতাবোধ কাটিয়ে ওঠো। নিজের ঘাটতিগুলোকে নিয়ে বেশী চিন্তা না করে তোমার মধ্যে কি আছে, যা অন্যদের নেই সেটা নিয়ে বেশী ভাবো।

৮ ঙ) ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিতে শেখ। একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে তার দায়িত্ব নাও। অন্যের চাপে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেবে না যা নিয়ে পরে হা–হুতাশ করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজনে 'না' বলতে শেখ।

৯ চ) পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে ব্যবহার করতে শেখ। তেমন বুঝলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ও লোকদের এড়িয়ে চলতে শেখ।

১০ ছ) অকারণ দুর্ভাবনা কোর না। তাতে তোমার কাজের মান নিচে নেমে যেতে পারে। অন্যের সামনে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রন কর।

১১ জ) হিংসা কোর না। হিংসা মানে নিরাপত্তাহীনতা ও নিজের ওপর সন্দেহ জন্মানো। এর থেকে নিজের মধ্যে উদ্যমহীনতা দেখা দিতে পারে। তাই হিংসাকে নিজের উপযোগিতার কাজে লাগাও। ভাবো কি করলে অন্যের ভাল গুণটা তোমার মধ্যেও পেতে পার।

উদ্ধৃতি গ :

ছোট গল্প

টান

তিলোত্তমা মজুমদার

১ নদী, পাহাড়, বন আর চায়ের বাগান—এসব ছাড়াও যে জীবন হয়, অনেকদিন জানতামই না আমি। মনে হত, পৃথিবীর সব জায়গাই এই রকম নদীর পারে গোল-গোল নুড়ি, চা বাগানের গাঢ় সবুজ অন্ধকার, নীল পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ঘন হয়ে উঠেছে জঙ্গল।

২ এই রকম পাহাড়িয়া চা বাগান, বাড়ি আর অভি—এই ছিল আমার প্রাথমিক জগৎ। আমার যখন ছ' মাস মতো বয়স আর অভির সাড়ে তিন বছর, তখন থেকেই আমরা খেলতে শুরু করেছিলাম। এর এক বছরের মাথায় অভির বোন চাঁদ এসে যায়।

৩ সকালবেলায় আমাদের প্রধান খেলা ছিল পুতুলের সংসার আর রান্নাবাটি। বিকেলে মাঠে চলে যেতাম। আত্তিকা-পাত্তিকা, পিট্টু, হা-ডু-ডু, ব্যাডমিন্টন— এমনই হরেক খেলা, যখন যেমন ইচ্ছে, খেলতাম। তা সত্ত্বেও রান্নাবাটি খেলার বিলাস ছিল আমাদের অনেকদিন। একটু বড় হতে খাটের তলায় ঢুকে আমি আর অভি বর-বউ খেলতাম। চাঁদ হত আমাদের পুরোহিত। বসন্ত এলে কোথায় কোথায় পলাশের কুঁড়ি ফুটেছে খুঁজতে বেরুতাম আমরা।

৪ শেষ অবধি আমি আর অভি ওই খেলার সম্পর্কটুকুর মধ্যেই বেঁচে রইলাম। তার বেশি আর হল না। না হওয়াটা বড়ই অস্বাভাবিক লাগে এখন। বর্ষা এলে আমাদের মাঠ, নদীপথ জলে থইথই করত। গাছের পাতাগুলোকে দেখাত মৌন সুবজ। সব ডালপালা সমেত তারা যেন অনেকটা ঝুঁকে পড়ত আমাদের ওপর। আমি আর অভি পাশাপাশি বসে গম্ভীর বর্ষা দেখতাম। কথা না বলার দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সময় ছিল আমাদের শৈশবে। সে-ও এখন লাগে এক আবৃত অস্বাভাবিকতাই। বর্ষা এলে সব কোলাহল-মুখরতা নিবৃত্ত করার এ অসামান্য ইচ্ছে আমরা কেমন করে পেয়েছিলাম!

৫ আমার সঙ্গে অভির বিরোধ ছিল না কোথাও। দুষ্টুমির জন্য ও যখন শাস্তি পেত, ওর সামনে কখনও যাইনি। মনে হত, এমন সময় আমি গেলে ওর অসম্মান হয়। ঠিক এরকমই ভাবতাম না হয়তো। আসলে আমার সেই শৈশবের বোধকে ভাষা দিতে পারছে এখনকার পরিণত চিন্তা।

৬ পাহাড়ের দেওয়ালঘেরা চা বাগানে বিকেল দ্রুত নেমে আসত। শিরীষের ছোট ছোট পাতায় ভরে যেত মাঠ। শরৎ পেরোতেই চোরকাঁটা জেগে উঠত মাঠ জুড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে ফড়িং বসত তার ওপর। ফড়িংয়ের স্বচ্ছ ডানায় রং খেলা করত। আমরা ফড়িং ধরতাম। অভি বলত— "ফড়িংদের ডানায় আছে ঈশ্বরের তুলির রং। ফড়িং ধরে আবার ছেড়ে দিস ঝিনি।" আমি শুনতাম। আর আলো কমে চোখমুখ ঝাপসা হতেই আমাকে আর চাঁদকে নিয়ে বাড়ি ফিরত অভি।

উদ্ধৃতি ঘ :

সম্পাদকীয় ঃ

নতুন চোখে ভুটান

প্রথম বার যখন ভুটানে গেলাম, মেঘের মধ্যে পাহাড়চুড়ো জেগেছিল অসংখ্য দ্বীপের মতো। কখনও মেঘ, কখনও তুষার শিখরের ফাঁক দিয়ে আমাদের প্লেন এসে নামল পারো উপত্যকায় অবস্থিত ছোট্ট সুন্দর বিমানবন্দরে। দমদম বিমানবন্দর ছাড়ার সময় এবং তার পরে আকাশচারী অবস্থাতেও ভাবাই যায় নি, মাত্র ৫০ মিনিটের দূরত্বে এমন মনোরম একটি দেশ লুকিয়ে আছে পাহাড়ের কোলে!

অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দরের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া! এমন অনাবিল পরিবেশ, আমরা, ধোঁয়ার চাদরের মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত কলকাতাবাসীরা কল্পনাও করতে পারি না। আশ্চর্য রকমের পরিষ্কার পথঘাট, বাজারচত্বর! কেউ একটা ছেঁড়া কাগজও কোথাও ফেলে না।

পারো-র বিমানবন্দরে নেমে আশ্চর্য হয়ে গেলাম— এটি বিমানবন্দর! এমন চমৎকার স্থাপত্য যে কোনও বিমানবন্দরের হতে পারে, তা ভাবাই যায় না। পরে পারো শহরটা দেখতে দেখতে বুঝতে পারলাম যে, ভুটানের স্থাপত্যই এরকম, তা সেটি বিমানবন্দরই হোক অথবা মুদির দোকান। স্থাপত্যের কতকগুলো নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী নির্মাণ এদেশে বাধ্যতামূলক। তার গঠন কিছুটা জাপানি স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। চড়া সাদা রং করা পাথরের দেওয়াল মনে করিয়ে দেয় স্পেন। জানলার গায়ে দেওয়ালের কোণে বহুবর্ণে চিত্রিত নকশা মনে করিয়ে দিচ্ছিল রাজস্থানের কথাও। নেপালেও কিছুটা দেখেছি এমন, কিন্তু স্থাপত্যের মাধ্যমে নগরীর চেহারায় এমন সমতা রক্ষার প্রয়াস সেখানে চোখে পড়েনি।

ভুটানের কথা কিছুটা শুনেছিলাম, কিছুটা পড়েছিলাম আগে। এই গণতন্ত্রের যুগেও ছোট্ট এই দেশটিতে রাজতন্ত্র বজায় রয়েছে এখনও। শুনেছিলাম, বিদেশিদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার নাকি খুব কঠোর। শুনেছিলাম, তাঁরা চান না বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভুটানের খুব বেশি আদানপ্রদান। ভেবেছিলাম, হয়তো বা নিজেদের সাংস্কৃতিক শুচিতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই এত কড়াকড়ি; হয়তো পণ্যমনস্ক 'উন্নয়ন'-এর প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাই আসল উদ্দেশ্য সরকারের। কিন্তু সরকারি বেসরকারি যে কোনও মহলেই ভুটানের মানুষদের উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাদের অচিরেই অভিভূত করে ফেলল।

দেশটি অনেকগুলি জেলাতে বিভক্ত। প্রতিটি জেলার কেন্দ্রে রয়েছে একটি dzong, যা একাধারে সেই এলাকার প্রশাসন এবং ধর্মীয় কেন্দ্র। ভুটানে চিকিৎসার কোনও খরচ নেই। বিদেশি অতিথি থেকে রাজ্যের সামান্যতম নাগরিক পর্যন্ত এই সুবিধা পাচ্ছেন প্রত্যেকেই। এমনকি চিকিৎসার কারণে কাউকে দেশের বাইরে পাঠাতে হলেও তার ব্যয়ভার বহন করে রাষ্ট্রই। একটি ভুটানি শিশুর কথা জানতে পারলাম। গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে emergency surgery-র জন্য শিশুটিকে পাঠানো হয়েছে কলকাতায়। জানতে পারলাম, তারও সমস্ত খরচ বহন করছেন ভুটান সরকার। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শ রাজধর্ম!